দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 FEB 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

সিলেটে সংঘর্ষে ৫ পুলিশসহ আহত ২৫

ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সোমবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার প্রথম দিন মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ কেন্দ্রে শিক্ষকরা পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিরা করেছেন পরীক্ষার তদারকী।

প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষায় সিলেটে একদল পরীক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচ জন পুলিশসহ ২৫ জন আহত হয়েছে। আমাদের সিলেটস্থ সংবাদদাতা জানান ঃ এই সংঘর্ষ ঘটে মদন মোহন কলেজ কেন্দ্র, শহরের বালাবাজার ও রেকাবীবাজার এলাকায়। সংঘর্ষের পর মিছিল বের করা হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছোড়ে। ছয়জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে।

এদিন নকল করার অভিযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রে তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বহিষ্কার করা হয়েছে ময়মনসিংহে। এখানে ১২২ জনকে বহিষ্কার করা হয়। টাঙ্গাইলে ৬৬ জন পরীক্ষার্থীকে

(৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে

(প্রথম পৃঃ পর)

অসদুপায়ের অভিযোগে বহিষ্কার করা ছাড়াও ১১ বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য কোথাও থেকে তেমন কোন বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার জানিয়েছেন, সব পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে ডিগ্রী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ছাত্র সমাজ, অভিভাবকবৃন্দ এবং সরকারী-বেসরকারী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ব্যারিস্টার সরকার গত রাতে মন্ত্রণালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানান, শিক্ষা সচিবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তেজগাঁও কলেজ ও সিটি কলেজসহ রাজধানীর কয়েকটি ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

মন্ত্রী আরো জানান, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সরকার উদাসীন নয়। আলোচনার জন্য তাদের দ্বার সব সময় উন্মুক্ত। তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের তিনটি দাবীর ব্যাপারে সরকারের কোন আপত্তি নেই। দাবীগুলো হলো ঃ ইনডেক্স নম্বর প্রচলন, ট্রাস্টি ফান্ড গঠন ও সার্ভিস রুল প্রচলনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ডাইরেক্টর অব ইন্সপেকশন এ্যান্ড অডিট তুলে দেয়ার যে দাবী করা হয়েছে তা মানা কখনই সম্ভব নয়।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বেসরকারী শিক্ষাখাতে বছরে ৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। শিক্ষকদের দাবীসমূহ মানা হলে অতিরিক্ত ১২২—১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান ঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা দেখতে না চাইলে সরকারী শিক্ষকদের দিয়ে খাতা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।

সোমবার পরীক্ষা চলাকালীন এই প্রতিবেদক মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও সিটি কলেজসহ রাজধানীর কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। প্রায় সব কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষকদের পরিদর্শক হিসেবে দেখা গেছে। মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ঢাকা জেলা পরিষদের সচিব জাফর আহমেদ চৌধুরী জানান, তাঁর অধীনে চারজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১৫ জন এই কেন্দ্রের তদারকীতে রয়েছেন। পরীক্ষায় শিক্ষকরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখলাম পিন-পতন নীরবতা। কেন্দ্রের বাইরে একজন পুলিশ কনস্টেবল একটি পত্রিকা হাতে নিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াঁজো কমিটির আহ্বানে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেসরকারী কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তারা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের দাবীসমূহ মানা না হলে ঐদিন মহাসমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের দাবী না মানলে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হবে না। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা ডিগ্রীর খাতা দেখবেন না। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাও তারা নেবেন্না।

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডক্টর ম আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্য যারা বক্তৃতা করেন তারা হলেন ঃ অধ্যক্ষ এ কে শহীদুল্লাহ, বদরুদ্দীন হাওলাদার, হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপিকা রাশেদা প্রমুখ। সমাবেশ শেষে তারা শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াঁজো কমিটির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সোমবার ঢাকাসহ সারাদেশে, শিক্ষক কর্মসূচী, বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট করায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আজ বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা

আজ মঙ্গলবার ডিগ্রী বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ডিগ্রী পরীক্ষা

কুমিল্লাস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিনে আজ কুমিল্লা জেলায় ১৩টি কেন্দ্রে ৪৫ জন বহিষ্কার হয়েছে।

সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষকরা পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করলেও বেসরকারী কলেজ কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করছেন না। এসব কেন্দ্রে সরকারী কর্মকর্তারা পরীক্ষা নিচ্ছেন।

এদিকে আজ সকালে ধর্মঘটী বেসরকারী শিক্ষকরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং জেলা প্রশাসক অফিসের সামনে ৩ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

নিজস্ব সংবাদদাতা মাইজদীকোর্ট থেকে জানান ঃ আজ সোমবার জেলার ৬টি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ডিগ্রী পরীক্ষা হয়েছে। তবে নকল করার দায়ে ৩৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার কোয়েস বুড়িরচর ও হাটহাজারী কেন্দ্রে নকল করতে বাধা দেওয়া পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক ভাংচুর করে। এতে ৬ জন পরীক্ষার্থী আহত হয়।